কালের কণ্ঠ

01 OCT 2013
১ ৮

বেতন না পেয়ে ছাত্রের গলা কাটলেন মাদ্রাসা অধ্যক্ষ

আবুল কাশেম হৃদয়, কুমিল্লা ▶

বেতন [illegible] নিয়ে মনোমালিন্য এবং জোরে জোরে না পড়ার অজুহাতে মাদ্রাসাছাত্রের গলা কেটে দিয়েছেন কুমিল্লার মাদানী আদর্শ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কালাম। ওই ছাত্রের নাম জুনায়েদ কবির ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

বেতন না পেয়ে ছাত্রের গলা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিরব (১০)। সে হিফজ বিভাগের ছাত্র। ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, মাসিক বেতন নিয়ে মনোমালিন্যের জের ধরে ক্ষিপ্ত হয়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছাত্রের গলা কেটে দেন। তবে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ওজুখানায় পড়ে গিয়ে ওই ছাত্রের এ অবস্থা হয়েছে। গত শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। ওই ছাত্রের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, কুমিল্লার রেসকোর্স থানমণ্ডি সড়কে মাদানী আদর্শ মাদ্রাসায় দুই বছর ধরে পড়ে জুনায়েদ কবির নিরব। গত শুক্রবার বিকেলে মাসিক বেতন পরিশোধ করা নিয়ে জুনায়েদের মা বকুল আক্তারের সঙ্গে মাদ্রাসা অধ্যক্ষের মতবিরোধ হয়। ছাত্রের মায়ের দাবি তিনি বেতন পরিশোধ করেছেন। মাদ্রাসা অধ্যক্ষের দাবি বেতন পরিশোধ করেননি। এ নিয়ে শুক্রবার বিকেলে বেতনের জন্য জুনায়েদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন মাদ্রাসা অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কালাম। এরপর অধ্যক্ষের মোবাইল ফোন থেকে তৎক্ষণাৎ বেতন নিয়ে আসার জন্য মাকে জানায় ছাত্র জুনায়েদ। কিন্তু টাকা নিয়ে সময়মতো না আসায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবুল কালাম ও শিক্ষক অলিউল্লাহ। এরপর জোরে জোরে না পড়ার অজুহাতে ওই ছাত্রকে বেধড়ক মারধর শুরু করেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। বাঁশের কঞ্চির (বেত) আঘাতে জুনায়েদের গলা কেটে যায়। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাকে কুমিল্লা ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যায় মাদ্রাসার লোকজন। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তার গলায় ১৪টি সেলাই দেন।

এ বিষয়ে কুমিল্লা ট্রমা সেন্টারের চিকিৎসক ডা. নওশের আলম বলেন, 'মাদ্রাসার লোকজন ওই ছাত্রকে ট্রমা সেন্টারে নিয়ে আসে। তার গলায় ইনজুরি ছিল। গলার চামড়া ও চর্বি কেটে যাওয়ায় তার গলায় একাধিক সেলাই দেওয়া হয়েছে। পরে আমরা ছাত্রের অভিভাবকদের খবর দিই।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো জানান, বেতের আঘাতে এভাবে গলা কেটেছে বলে তিনি মনে করেন না।

জুনায়েদের মা বকুল আক্তার বলেন, 'শুক্রবার বিকেলে জুনায়েদ ফোন করে বলে মাদ্রাসার বেতন নিয়ে আসার জন্য। পরে বেতন নিয়ে গেলে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কালাম বলেন, আমার ছেলে বাথরুমে পড়ে অসুস্থ হয়ে গেছে। তাকে নজরুল এভিনিউর ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে ট্রমা সেন্টারে গিয়ে দেখি আমার ছেলের গলায় ১৪টি সেলাই দেওয়া হয়েছে।' জুনায়েদের বাবা হুমায়ুন কবীর বলেন, ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসা শেষে জুনায়েদকে বাড়ি নেওয়া হয়। এরপর অবস্থার অবনতি হলে শুক্রবার রাতেই তাকে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা শেষে শনিবার বিকেলে তাকে বাসায় নিয়ে আসি। এরপর কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানায় শুক্রবার রাতে একটি অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন থেকে এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার আদালতে মামলা দায়ের করব আমরা।'

আহত মাদ্রাসাছাত্র জুনায়েদ বলে, 'মাদ্রাসার শিক্ষক অলিউল্লাহ হুজুর আমাকে বলেন জোরে জোরে পড়ার জন্য। জোরে না পড়ায় আমাকে বেত দিয়ে প্রচণ্ডভাবে মারেন। পরে আমি আম্মুকে ফোন করে বলি বেতন নিয়ে আসার জন্য। এরপর বাথরুমে গিয়ে বের হওয়ার সময় অলিউল্লাহ হুজুর ও বড় হুজুর (মাদ্রাসার অধ্যক্ষ) দুজনে আমাকে ডেকে নিয়ে বেধড়ক মারেন। আমার গলা দিয়ে রক্ত বের হতে দেখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।' এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে মাদানী আদর্শ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কালাম বলেন, 'বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ছেলেটার জীবন নষ্ট করার জন্য কেউ তাকে দিয়ে এসব বলাচ্ছে। ওজুখানায় পড়ে তার গলা কেটেছে।' জুনায়েদের জীবন কী কারণে নষ্ট হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে মাওলানা আবুল কালাম বলেন, 'আমাদেরকে এভাবে হয়রানি করার জন্য ছেলেকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলানো হচ্ছে। আমাদের অন্তরের বদদোয়া থেকে অভিশাপ লাগবে না?'

কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার এসআই কামাল হোসেন বলেন, 'ছেলেটিকে গলায় বেত দিয়ে আঘাত করার কারণে কেটে গেছে। আর মাদ্রাসার হুজুররা বলেন সে বাথরুমে পড়ে আহত হয়েছে।' বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান।